ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
*****

স- ১৮৬৬
আগরতলা, ১৫ আগস্ট, ২০১৮

মহারাজা বীরবিক্রম কিশোর মাণিক্য ছিলেন আধুনিক ত্রিপুরার রূপকার : মুখ্যমন্ত্রী

ত্রিপুরার মহারাজা বীরবিক্রম কিশোর মাণিক্য ছিলেন আধুনিক ত্রিপুরার রূপকার। তাঁর আদর্শকে পাথেয় করেই বর্তমান রাজ্য সরকার রাজ্য পরিচালনা করছে। আজ বিশ্রামগঞ্জের পুস্করবাড়িতে সংস্কার ভারতীর ত্রিপুরা শাখার উদ্যোগে পাঁচদিনব্যাপী মহারাজা বীরবিক্রম জয়ন্তী অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। তিনি বলেন, মহারাজা বীরবিক্রম কিশোর মাণিক্য মাত্র ২৪ বছর রাজ্য শাসন করেছিলেন। তাঁর এই শাসনকালে তিনি আগরতলায় বিমানবন্দর স্থাপন সহ বহু জনকল্যাণমূলক কাজ করেছিলেন। আধুনিক ত্রিপুরা গড়ার লক্ষ্যে তিনি স্কুল, কলেজ স্থাপন করেছিলেন।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ত্রিপুরা ছোট রাজ্য হলেও এখানে গ্যাস সহ বহু প্রাকৃতিক সম্পদ রয়েছে। মহারাজা বীরবিক্রম কিশোর মাণিক্য তৎকালীন সময়ে চিন্তা করেছিলেন যে, ত্রিপুরায় গ্যাস উত্তোলন করে এখানে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা সম্ভব। তাই তিনিই সর্বপ্রথম বার্মিজ কোম্পানীকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন এই রাজ্যে এসে গ্যাস উত্তোলন করার জন্য। বর্তমানে দেশের মধ্যে ত্রিপুরা সবচেয়ে কম মূল্যে গ্রাহকদের বিদ্যুৎ পরিষেবা প্রদান করছে। আমাদের রাজ্যে প্রচুর পরিমাণে উন্নতমানের রাবার উৎপাদন হয়। কিন্তু এই রাবারকে ভিত্তি করে বিগত সরকার এখানে কোনও ধরণের শিল্প কারখানা গড়ার উদ্যোগ নেয়নি। বর্তমান সরকার রাবারকে ভিত্তি করে শিল্প গড়ে তোলার জন্য শিল্পোদ্যোগীদের আমন্ত্রণ জানিয়েছে। রাজ্য সরকার প্রয়োজনে সস্তায় বিদ্যুৎ ও জমি প্রদান করতে প্রস্তুত।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আমাদের রাজ্যে নীরমহল, ছবিমুড়া, মাতাবাড়ি, ঊনকোটি, পিলাক প্রভৃতি দর্শনীয় স্থান রয়েছে। এই দর্শনীয় স্থানগুলি নিয়েই আমরা ট্যুরিস্ট সার্কিট বানাতে চাই। এর ফলে রাজ্যের ছেলে-মেয়েদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে। তিনি বলেন, আমাদের রাজ্যের সংস্কৃতি খুব সমৃদ্ধশালী। একে সঠিক দিশায় পরিচালিত করা দরকার। ত্রিপুরার সংস্কৃতিকে দেশের মধ্যে তুলে ধরার জন্য রাজ্য সরকার বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করে কাজ করছে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রী ত্রিপুরাকে হীরা বানানোর লক্ষ্যমাত্রা নিয়েছেন। এজন্য রাজ্যে হাইওয়ে, এয়ারওয়ে, রেলওয়ে ও আই টি ক্ষেত্রের উন্নতির লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় সরকার বিভিন্নভাবে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। প্রধানমন্ত্রী ২০২২ সালের মধ্যে দেশকে ডিজিট্যাইলাইজেশন বানানোর পরিকল্পনা নিয়েছেন। আমরাও ত্রিপুরাতে ডিজিট্যাইলাইজেশন করার জন্য ই-চালান, ই-স্ট্যাম্পিং, ই-গেজেট, ই-ডিস্ট্রিক্ট ইত্যাদি চালু করেছি। আগামী ২০১৯ সালের ডিসেম্বরের মধ্যে সাব্রুমের ফেণী নদীর উপর ব্রীজটি চালু হলে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির জন্য বিজনেস হাব হয়ে উঠবে ত্রিপুরা। কারণ উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির মধ্যে ত্রিপুরাই একমাত্র রাজ্য যা বাংলাদেশের সমুদ্র বন্দরের খুব কাছে অবস্থিত।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, মহারাজা বীরবিক্রম কিশোর মাণিক্য ত্রিপুরাকে একটি শ্রেষ্ঠ রাজ্য বানানোর স্বপ্ন দেখেছিলেন। বর্তমান সরকার সেই দিশাতেই কাজ করছে।

***২-এর পাতায়

প্রধানমন্ত্রীজীর ‘সবকা সাথ, সবকা বিকাশ’ মন্ত্রকে পাথেয় করেই আগামী ৩ বছরের মধ্যে ত্রিপুরাকে শ্রেষ্ঠ রাজ্য বানানোর লক্ষ্যে কাজ করছে বর্তমান রাজ্য সরকার। প্রধানমন্ত্রীর স্বচ্ছ ভারত মিশন প্রকল্পে আমাদের রাজ্যে বিভিন্ন কাজ করা হচ্ছে। আগামী ২ অক্টোবরের মধ্যে ত্রিপুরাকে উন্মুক্ত স্থানে মলত্যাগমুক্ত রাজ্য হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে কাজ করছে বর্তমান সরকার। এছাড়াও উজ্জ্বলা যোজনায় এখন পর্যন্ত গরিব মহিলাদের জন্য ১ লক্ষ ৩০ হাজার রান্নার গ্যাসের সংযোগ দেওয়া হয়েছে। আগমীদিনেও রাজ্য সরকার স্বচ্ছতার সঙ্গে জনগণের কল্যাণে কাজ করে যাবে।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির ভাষণে উপমুখ্যমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মা বলেন, ত্রিপুরার রাজবংশের ইতিহাসে ১৮৪ জন রাজা শাসন করেছিলেন। এর মধ্যে সবচেয়ে উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব ছিলেন মহারাজা বীরবিক্রম কিশোর মাণিক্য। তাঁর রাজত্বকালও ছিলো বর্ণময়। মহারাজা বীরবিক্রম ছিলেন একজন কর্মবীর। তাঁর শাসনকালে রাজ্যে বিমানবন্দর, স্কুল-কলেজ, রাস্তাঘাট তৈরি করা হয়েছিলো। বর্তমান রাজ্য সরকারও তাঁর জনকল্যাণমূলক কাজে অনুপ্রাণিত হয়ে ‘এক ত্রিপুরা, শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা’ গড়ার লক্ষ্যে কাজ করছে। এছাড়াও রাজ্যের জাতি-জনজাতির মধ্যে সৌভ্রাতৃত্ববোধ মজবুত করার লক্ষ্যে কাজ করছে বর্তমান সরকার।

অনুষ্ঠানে এছাড়াও বক্তব্য রাখেন বিশিষ্ট চলচ্চিত্র নির্মাতা মধুর ভান্ডারকর এবং সংস্কার ভারতীর সর্বভারতীয় জয়েন্ট অর্গানাইজিং সেক্রেটারী আমীর চন্দ্রা।

*****